মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গার জয়রামপুরে বিএনপির নির্বাচনী মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে ভোটের মাঠের চিত্র। নির্বাচনী প্রচারণায় ক্রমেই বাড়ছে সাধারণ মানুষের সরব অংশগ্রহণ।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে এক বিশাল নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আছরের নামাজের পর জয়রামপুর স্টেশন এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে কৃষক, দিনমজুর, শ্রমজীবী মানুষ, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মিছিলজুড়ে ছিল সুশৃঙ্খল উপস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

স্থানীয়দের মতে, নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা। ফলে পুরো আসনজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তমসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, আমরা এখন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে চায়, নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চায়। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি আরও বলেন, ভোটারদের কাছে আমাদের মূল প্রত্যাশা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবে, তাকেই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে, এই প্রত্যাশাই করি। আপনারা জানেন যে, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে অন্য যে-কোন দলের প্রার্থীর চেয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু সবার সেরা। তিনি নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের আমুল পরিবর্তন ঘটবে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের মতে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এবারের নির্বাচনী প্রচারণা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি প্রাণবন্ত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মাঠের বাস্তবতায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগমুহূর্তে পুরো এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা, আলোচনায় ভোটের হিসাব-নিকাশ, আর সাধারণ মানুষের সক্রিয় উপস্থিতি যা নির্বাচনী পরিবেশকে আরও গতিশীল করে তুলছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে আবারো স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে হামলা-ভাংচুর, আহত ৬; পুলিশের নিরবতা

ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে একের পর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতিকের সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ও সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে পড়লেও পুলিশের নিরব ভুমিকা পালনের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা সবার প্রতি সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় নলডাঙ্গায় বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস ভাংচুর করা হয়। এ সময় অফিসে থাকা ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ও ফিরোজের কর্মী ওয়াজ্জেদ এবং তার ছেলে বাদশা ও আহাদ,ঘড়াশুনি গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে শামীম ও শ্রীমন্তপুর গ্রামের আয়নালের ছেলে জনিকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়।

এসময় অফিসের টেবিল, চেয়ার ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। এরপর এলাকায় আতংক

ছড়িয়ে পড়ে।

একই দিন রাতে ৮ জনের একটি দল পৌরসভার হেলাই গ্রামের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের আরেকটি নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। অফিসে থাকা চেয়ারগুলো ভাংচুর করে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়। অপরদিকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ৮টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতন্ডার এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের করা হয়। এসময় আহত করা হয় ৩জনকে। এছাড়া প্রতিদিন নির্বাচনে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিছিন্ন ঘটনা ঘটতেই আছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অভিযোগ করেন, আমার কর্মী-সমর্থকরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যরে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে আমি মনে করি। নির্বাচন দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আসার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। প্রশাসনও এক রকম পক্ষ-পাতিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ধানের শীষ প্রতিকের প্রার্থী রাশেদ খানের মোবাইলে ফোন দিলে তিনি জানান, তার নেতাকর্মী, সমর্থকেরা হামলা-ভাংচুরের সাথে জড়িত নয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী লোকজনই নিজেদের অফিস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নলডাঙ্গায় অবস্থিত অফিস ভাংচুরের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের ৩নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের আজ রবিবার সকালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষে ভোট চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে নাসির উদ্দীন, সাইদ হাসান জনি, মৃদুলসহ ৩নং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন

নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা

হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর গণসংযোগ

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যা রাতে দামুড়হুদা উপজেলার

হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে এক বিশাল গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় স্থানীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ ভোটার উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগকালে মাহমুদ হাসান খান বাবু এলাকার ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, তাদের সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং খোঁজখবর নেন। তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, এই আসনের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। নির্বাচিত হলে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবো।”এ সময় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

নির্বাচনে এগিয়ে থাকতে তিনি ইতোমধ্যে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামে পাড়া-মহল্লায় নিয়মিত গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি কর্মসূচিতেই সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া ও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা নির্বাচনী মাঠে তাঁর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে। এসময় ইউনিয়ন বিএনপি ও স্থানীয় বিএনপিসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ধানের শীষের উঠান বৈঠকে মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের কন্যা কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য, জিয়া পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গা–২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটারদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে গোবিন্দহুদা গ্রামের কুলু পাড়ায় মহিলাদের উঠান বৈঠকে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এ সময় তিনি স্থানীয় নেতাকর্মী ও ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং মাহমুদ হাসান খান বাবুর জন্য ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

উঠান বৈঠকে উপস্থিত নারী ভোটার ও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস বলেন, ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমেই এই আসনে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি দলীয় ও সাধারণ নারী ভোটারদের ধানের শীষে ভোট দিয়ে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি নির্বাচনী কৌশলগত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাঁর উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ, মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় উঠান বৈঠক প্রাঙ্গন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ভোটারা প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লূত হয়ে পড়েন। মিলিমা ইসলাম বিশ্বাসের এই আকস্মিক সফর ও দিকনির্দেশনায় উপস্থিত সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, উলামা দল নেতা মাওলানা নাজমুল হাসান বিপ্লবী, ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, বিএনপি নেতা শফি মহুরি, যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, মনির, মানিক স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ২ শতাধিক নারী ভোটার উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির নির্বাচনী

জনসভায় গণজাগরণের ডাক দিলেন শরিফুজ্জামান

আলমডাঙ্গায় বিএনপি’র বিশাল নির্বাচনী জনসভায় শরিফুজ্জামান শরিফ ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ারের ডাক দিলেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল ৩টার সময় আলমডাঙ্গা বড় ফুটবল মাঠে আয়োজিত এই সভায় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নির্বাচনী এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ। সভায় স্থানীয় বিএনপি’র শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “দেশের গণতন্ত্র রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ধানের শীষের জয়ের কোনো বিকল্প নেই।” তিনি ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।শরিফুজ্জামান শরিফ এলাকার উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র নেতা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি এ্যাড. ওয়াহিদুজ্জামান বুলা, বিএনপি নেতা খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু।

আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, বোরহান উদ্দিন, শেখ সাইফুল ইসলাম,

আনিছুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, সেলিমুল হাবিব, সেলিম চেয়ারম্যান, মোমিন মালিতা, মীর উজ্জ্বল হোসেন, খন্দকার আব্দুল কাদের, মাগরিবুর রহমান, তন্ময় প্রমুখ।

বিশাল জনসমাগমে দুপুরের পর থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতা-কর্মীরা বড় ফুটবল মাঠে জড়ো হতে থাকেন।

স্লোগান ও উদ্দীপনায় সভা চলাকালীন ধানের শীষ ও বিএনপি’র সমর্থনে মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

উপস্থিত বক্তারা এই জনসভাকে আলমডাঙ্গার রাজনীতিতে এক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন এবং আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত -৬; নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার উজলপুর গ্রামে শ্লোগান দেয়া নিয়ে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার সকালে দুটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেই জেলা পুলিশের একটিদল সহ যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান, ঐদিন রাত ১০ টার দিকে দর্শনা উজলপুর গ্রামে বিএনপির একটি মিছিল বের হয়ে একই গ্রামের জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ের সামনে পৌছিলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ঘে জামায়াত সমর্থিত হাসান তারিখ (৫০)মেহেদি হাসান (৩৪) তারিকুল (৩০) ও বিএনপি সমর্থক মজিবর

(৪০)জুনায়েদ সাকি(৩৪) রাকিব আলি (১৫) তাজুল হক (২০)বাবু ইসলাম
(২২) সহ ৮/১০ জন আহত হয় বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।

দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোঃ মোশারেফ হোসেন জানান বিএনপির মিছিল থেকে এক মদ্যাপ ব্যাক্তি আমাদের নির্বাচনি অফিসে ঢুকে বাজে মন্তব্য করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরে আমাদের অফিসের চেয়ার সহ আসবাব পত্র ভাংচুর করে, যা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। দর্শনা বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি জনাব আসলাম আলি জানান জামায়াতের লোকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাতে মারামারি বাধিয়েছে, যা থানায় অভিযোগ করেছি।

দর্শনা থানার ওসি জনাব মেহেদি হাসান জানান উভয় পক্ষই পৃথক অভিযোগ করেছে, তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙা সহকারি পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল কবির জানান খবর শোনার পরে রাতেই বিজিবি ও পুলিশের টহল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, পরিস্হিতি শান্ত রয়েছে।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া

হয়। পাশাপাশি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাইদ রফিক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাব্বিসহ পৌর ও জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।